জানুয়ারি - মার্চ ২০১৯ ■ সংখ্যা ০২ ■ ত্রৈমাসিক সংবাদ সংকলন

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট ওয়াচ

এক নজরে

02 সিপিটিইউ-এর নতুন ডিজির সাথে বিআইজিডির সাক্ষাৎ

03 ইথিওপিয়ান দলকে সিপিটিইউ -এর ই-জিপি প্রশিক্ষণ

03 প্রথম বেসলাইন জরিপ সম্পন্ন

04 সিইপি এবং বিআইজিডির সাথে ডিম্যাপ প্রকল্প সংক্রান্ত সমন্বয় বৈঠক

04 ১৬টি উপজেলায় মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু

BIGD, Brac University
SK Centre, GP, JA/4, Mohakhali
Dhaka 1212

+88 02 5881 0306, 5881 0326
info@bigd.bracu.ac.bd
http://bigd.bracu.ac.bd

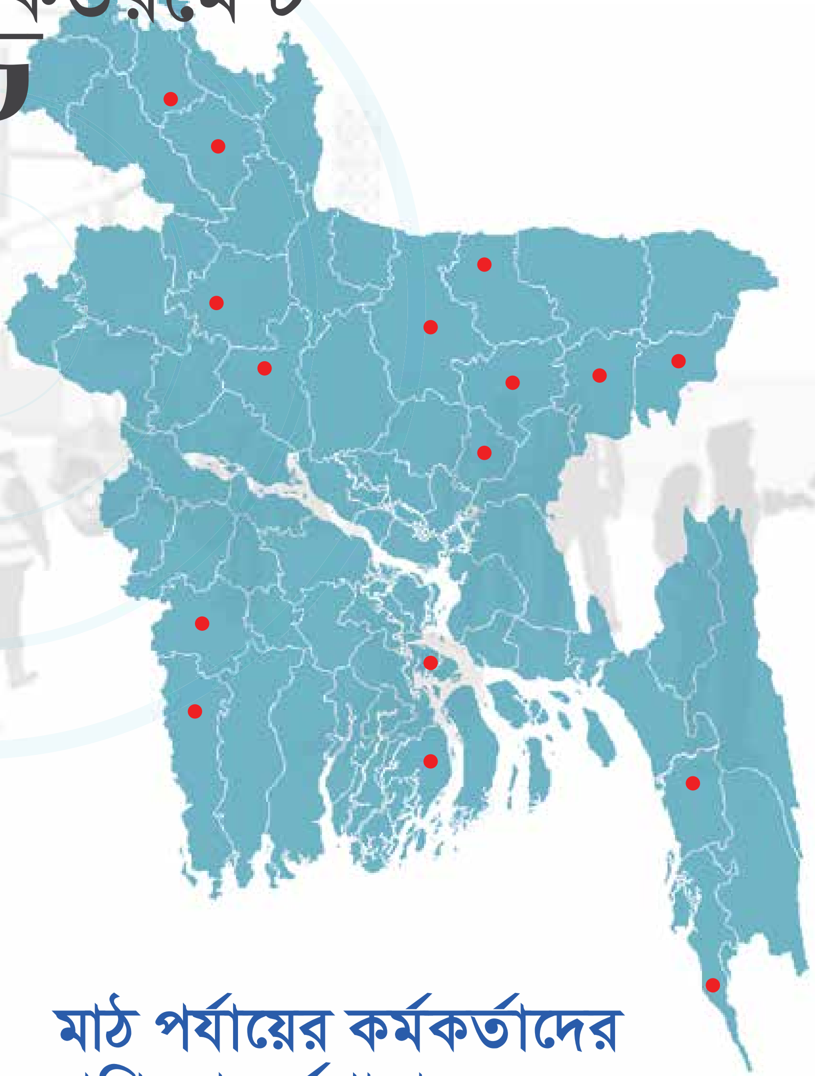

মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

গত ২৩-২৪ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর হোটেল লেকশোরে ‘Digitizing Implementation Monitoring and Public Procurement Project (DIMAPPP)-ডিম্যাপ-এর অধীনে ‘সিটিজেন এনগেজমেন্ট (নাগরিক সম্পৃক্ততা) সাব-কম্পোনেন্ট এর নিয়োপ্রাপ্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করে ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অফ গভর্নেন্স এন্ড ডেভেলপমেন্ট (বিআইজিডি)। ডিম্যাপ একটি চার বছরব্যাপী প্রকল্প যেখানে বিআইজিডি উক্ত সাব-কম্পোনেন্ট এর পরামর্শদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। এ প্রকল্পটি বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ।

প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি বিআইজিডি, সেন্টাল প্রকিউরমেন্ট এন্ড টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ), লোকাল গভর্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট (এলজিইডি) এবং বিশ্বব্যাংকের

পাবলিক প্রকিউরমেন্ট একাডেমিকস এবং অনুশীলনকারীদের দ্বারা পরিচালিত হয়। নাগরিক সম্পৃক্ততার ধারণা এবং এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করে সিপিটিইউ এর (প্রশিক্ষণ ও সমন্বয়) বিভাগের পরিচালক শীষ হায়দার চৌধুরী মন্তব্য করেন, শুধুমাত্র পাবলিক প্রকিউরমেন্টে দুর্নীতি হ্রাস করেই জিডিপি বাড়তে পারে ১.২ শতাংশ যা চলতি উন্নয়নের ক্রমোন্নতিকে তরান্বিত করবে। বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র প্রকিউরমেন্ট বিশেষজ্ঞ, কামরুজ্জামান উল্লেখ করেছেন যে, সরকারী ক্রয় নীতিগুলো এখন পর্যন্ত অনেকগুলো সংস্কারের মধ্য দিয়ে গেছে এবং ডিম্যাপ বাংলাদেশের ক্রয় ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণের জন্য একটি সাম্প্রতিক সংযোজন। ডঃ মির্জা হাসান, সিই-সাবকম্পোনেন্টের দলনেতা, প্রোগাম সমন্বয়ক সেলিনা আজিজ, রিসার্চ সমন্বয়ক ফারহানা রাজ্জাক, যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ কবিতা চৌধুরী, এবং বিআইজিডি থেকে গবেষণা সহযোগী মাহান উল হক সরকারি ক্রয়ের তাত্ত্বিক দিকটির উপর বক্তৃতা প্রদান করেছেন। অন্যদিকে ব্র্যাক কমিউনিটি এম্পাওয়ারমেন্ট প্রোগাম (সিইপি)-এর প্রোগাম সমন্বয়ক রিতা ডি কোস্টা, সিপিটিইউ এর সিনিয়র কমিউনিকেশনস কনসালট্যান্ট শফিউল আলম, বাংলাদেশ সেন্টার ফর কমিউনিকেশনস প্রোগাম (বিসিসিপি)-এর প্রোগ্রাম সমন্বয়ক শাহাবুদ্দিন এই প্রকল্পের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা এবং এই প্রকল্প থেকে তাদের প্রত্যাশা নিয়ে কথা বলেছেন। প্রশ্নোত্তর পর্বের মধ্য দিয়ে দিনটি সমাপ্ত হয়।

দ্বিতীয় দিনে এলজিইডি-র সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী মুহাম্মদ শরিফুল ইসলাম মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া এবং ভাল মানের কাজের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশদ ধারণা দিয়েছেন। পরবর্তী অধিবেশনে, সিইপি থেকে মাহফুজুর রহমান, ব্যবস্থাপক, কর্মকর্তাদের মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ প্রয়োজনীয়তা এবং পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন। বিআইজিডি গবেষকরা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে সাইট ম্যানেজমেন্ট এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের সদস্য এবং সাইট কর্মকর্তাদের সাথে কথোপকথন সম্পর্কিত একটি প্রাণবন্ত প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে প্রশিক্ষণটি শেষ করেছিলেন। তারা সভার আয়োজন, নাগরিক কমিটি গঠন, রিপোর্টিং এবং দলের সমন্বয় সম্পর্কেও নির্দেশনা দিয়েছিলেন।

মাঠ কর্মকর্তা এবং বক্তাদের বিভিন্ন উপলব্ধি এবং নানা সুপারিশ উল্লেখের মধ্য দিয়ে অধিবেশনটি শেষ হয়েছিল।

সিপিটিইউ এর নতুন ডিজি আলী নূর এর সঙ্গে বিআইজিডি প্রতিনিধিদলের সাক্ষাৎ, ৪ মার্চ ২০১৯, সিপিটিইউ

সিপিটিইউ-এর নতুন ডিজির সাথে বিআইজিডির সাক্ষাৎ

বিআইজিডি দলের সদস্য সৈয়দা সেলিনা আজিজ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক এবং কবিতা চৌধুরী, যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, সিটিজেন এনগেজমেন্ট সাব-কম্পোনেন্ট, ডিম্যাপ ৪ মার্চ, ২০১৯ ইং তারিখে পরিকল্পনা বিভাগের আইএমইডিতে সিপিটিইউ-এর নতুন মহাপরিচালক এবং অতিরিক্ত সচিব, মোঃ আলী নূরকে স্বাগত জানান। সিপিটিইউ-এর পরিচালক শীষ হায়দার চৌধুরীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিআইজিডি নবনিযুক্ত ডিজির ভবিষ্যৎ পদচারনার সফলতা কামনা করে।

ইথিওপিয়ান দলকে সিপিটিইউ-এর ই-জিপি প্রশিক্ষণ

ইথিওপিয়া থেকে আসা ৯ জনের প্রতিনিধি দলকে ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) বিষয়ে চার দিনব্যাপী (১৮-২১ মার্চ, ২০১৯) প্রশিক্ষণ দিয়েছে সেন্টাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ)। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএমইডি) অধীন সিপিটিইউ-এর বিশেষজ্ঞগণ ইথিওপিয়ান প্রতিনিধি দলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন ইথিওপিয়ার সরকারী সেবা ও সম্পত্তি নিষ্পত্তি পরিসেবা বিভাগের মহাপরিচালক মার্তা লুইগি। অর্থ মন্ত্রণালয়, ন্যাশনাল ব্যাংক অফ ইথিওপিয়া, উদ্ভাবন ও প্রযুক্তি মন্ত্রনালয়, সড়ক বিভাগ, সরকারী ক্রয় ও সম্পত্তি প্রশাসন এজেন্সি এবং বিশ্বব্যাংকের ইথিওপিয়া কার্যালয়ের কর্মকর্তারা প্রতিনিধি দলের অংশ হিসেবে এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ১৮ মার্চ, ২০১৯ তারিখে প্রতিনিধি দল আইএমইডির ভারপ্রাপ্ত সচিব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ-এর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে দেখা করেন। একই দিনে সিপিটিইউ-এর মহাপরিচালক মো. আলী নূর-এর সভাপতিত্বে আয়োজিত বৈঠকে অংগ্রহণ করেন প্রতিনিধিরা। এ সময় সিনিয়র সিস্টেম অ্যানালিস্ট মো. মোশাররফ হোসেন, সিপিটিইউ-এর সিনিয়র ই-জিপি উপদেষ্টা আশফাকুল ইসলাম, ই-জিপি অপারেশন্স ও মেইনটেনেন্স-এর উপ দলনেতা নাজমুল ইসলাম ভুইয়া এবং দোহাটেকের ট্রেইনার হাসান মাহমুদ প্রতিনিধি দলের জন্য ই-জিপি বিষয়ে বিভিন্ন সেশন পরিচালনা করেন। ২১ মার্চ, ২০১৯ তারিখে সমাপনী দিনে সিপিটিইউ-এর মহাপরিচালক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন।

এর আগে শ্রীলঙ্কা, ভুটান, নেপাল, আফগানিস্তান ও জাম্বিয়ার প্রতিনিধি দল বাংলাদেশের ই-জিপি সিস্টেম পরিদর্শন করে গেছে।

প্রথম বেসলাইন জরিপ সম্পন্ন

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে বিআইজিডি ২৪ শে মার্চ থেকে ৮ই এপ্রিল, ২০১৯ এর মধ্যে উপজেলা পর্যায়ে প্রথম বেসলাইনটি জরিপ সম্পন্ন করেছে। পরিকল্পনা অনুসারে প্রথম বেসলাইনটি ১৬টি উপজেলায় পরিচালিত হয়েছিল এবং বিদ্যমান ক্রয় প্রক্রিয়া, তাদের এলাকায় নির্মাণ কাজের গুণগতমান সম্পর্কিত তথ্য, সরকার কর্তৃক গৃহীত নির্মাণ কাজ পর্যবেক্ষণে তাদের বর্তমান সম্পৃক্ততা এবং নির্মাণকাজ পর্যবেক্ষণে নাগরিক সম্পৃক্ততার ধারণা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেছিল। জরিপটি নির্মাণ সাইট সংলগ্ন ১৬০০ নাগরিক এবং ৩২০ জন ঠিকাদারের মধ্যে পরিচালিত হয়েছিল।

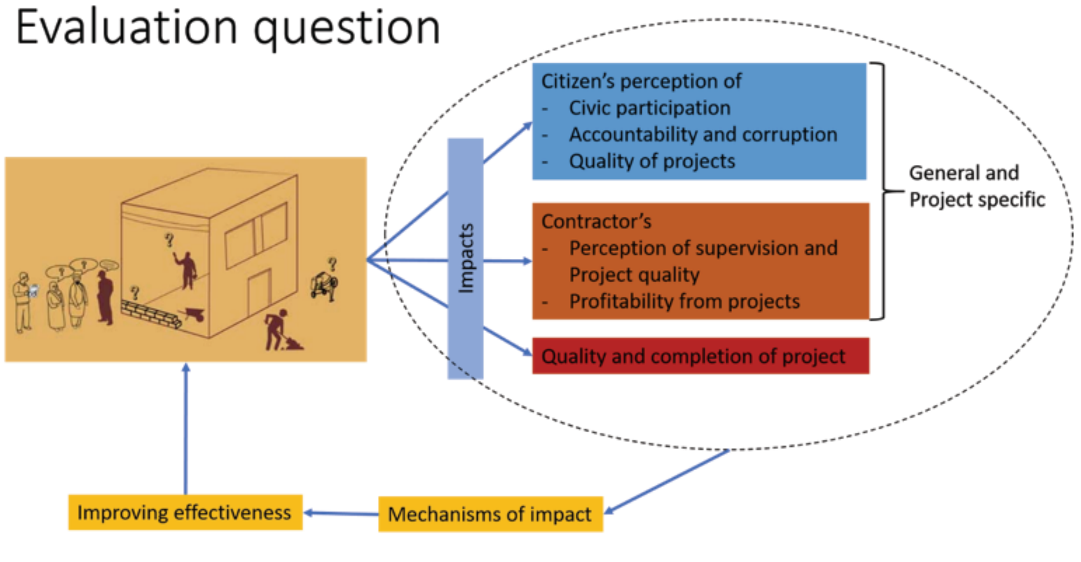

সিইপি এবং বিআইজিডির সাথে
ডিম্যাপ প্রকল্প সংক্রান্ত সমন্বয় বৈঠক

ডিম্যাপ প্রকল্প বিষয়ক আলোচনার জন্য সিইপি এবং বিআইজিডির মধ্যে ১৪ই মার্চ, ২০১৯ ইং তারিখে একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সিইপি থেকে সভায় উপস্থিত সদস্যরা হলেন শ্যাম সুন্দর সাহা, পিএইচ, সিইপি এবং আইডিপি, পলাশ কুমার ঘোষ, পিএম অপারেশন, খন্দকার ফখরুল আলম, সিনিয়র পিএম, প্রোগ্রাম ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফান্ড রেইজিং, মাহফুজুর রহমান, ব্যবস্থাপক, এমঅ্যান্ডই, এবং ডিম্যাপ প্রকল্পের প্রোগ্রাম ব্যবস্থাপক মোঃ রবিউল ইসলাম। বিআইজিডি থেকে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দা সেলিনা আজিজ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ কবিতা চৌধুরী, গবেষণা সমন্বয়কারী ফারহানা রাজ্জাক, এবং ডিম্যাপ-এর সহযোগী গবেষক জনাব মোঃ মাহান উল হক ।

আলোচনায় প্রকল্প পর্যবেক্ষণ এবং ব্যয় সম্পর্কিত বিষয়গুলার পাশাপাশি মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে ত্রৈমাসিক আর্থিক প্রতিবেদন এবং কাজের অগ্রগতি প্রাধান্য পায়। ২০১৯ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং আসন্ন ত্রৈমাসিক কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে সভাটি শেষ হয়েছিল।

১৬টি উপজেলায়
মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু

বিআইজিডি ২০১৯ সালের মার্চ মাস থেকে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু করেছে। মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাকে তাদের সংশ্লিষ্ট ফিল্ড অফিসে পোস্ট করা হয়েছে। পরবর্তী তিন বছরে তারা যেসকল কার্যক্রম গ্রহণ করবেন তা ব্যাখ্যা করার জন্য প্রাথমিকভাবে তারা স্থানীয় ও জেলা এলজিইডি কর্মকর্তা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সাথে দেখা করেছিলেন।

ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট উপজেলার ইউএনও ও এলজিইডি প্রকৌশলীর সাথে দেখা করে চুক্তি তালিকা সংগ্রহ করেন আমাদের মাঠ কর্মকর্তা মাহবুবুল ফেরদৌস।

বরিশালে বাকেরগঞ্জে এলজিইডি কার্যালয়ে উপজেলা প্রকৌশলীর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন সেখানকার মাঠ কর্মকর্তা আরিফুর রহমান।

সাতক্ষীরা জেলা এলজিইডি অফিসে নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে সাক্ষাৎ চলাকালে মাঠ কর্মকর্তা কে. এম. জাকারিয়া এবং তার দল।

হবিগঞ্জে জেলা এলজিইডি অফিসে নির্বাহী প্রকৌশলীর সাথে আমাদের মাঠ কর্মকর্তা জাকির হোসেনের সাক্ষাৎ।